দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ DEC. 0 9 1999
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম 2

61

এক দফা দাবীতে ২৩ জানুয়ারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও

নাছিম উল আলম ঃ দেশের প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের একদফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৩ জানুয়ারী থেকে ঢাকায় মহাসমাবেশ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাওসহ চূড়ান্ত আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। বর্তমান সরকারী দল বিরোধী দলে থাকার সময় এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে বহুবার একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে অনশনরত এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আমরণ অনশন কর্মসূচীস্থলে ছুটে গিয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়াও তাদের ন্যায্য দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ক্ষমতায় গেলে সর্বাগ্রে দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়া হবে বলেও আশ্বাস

ইনকিলাব ঃ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ঢাকার রাজপথে সানকি হাতে ভুখা মিছিলও বের করে

দিয়েছিলেন। এমনকি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আর রাজপথে নামতে হবে না, বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার সাড়ে তিন বছরেও ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সভা-সমাবেশ, আমরণ অনশন ও কাফন মিছিলসহ বহু কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে বর্তমান সরকার ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী অনুদানের অংশ শতকরা ৭১/৬২ ও ৫০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ ভাগ প্রদান করছেন গত ১ জুলাই থেকে।

উল্লেখ্য, সাবেক বিএনপি সরকার ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সাড়ে ৫শ' টাকা থেকে সাড়ে -শ' টাকা পর্যন্ত একটি সরকারী অনুদান রাজস্ব খাত থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। যা ছিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৫০/৬২ ও ৭১ ভাগ। যেহেতু তাদের ঐ সরকারী অনুদানটি সরকারী রাজস্ব তহবিল থেকে দেয়া হয়েছিল। সেহেতু নতুন পে-স্কেলে ঐসব শিক্ষকদের অনুদানের আর্থিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গতবছর ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদানের পরিমাণ ৮০ ভাগে উন্নীত করার ঘোষণা দেন। যাতে শিক্ষক সমাজ চরম হতাশ হয়ে পড়েন। এর পর থেকেই বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চার দফা দাবী এখন একদফায় পরিণত হয়েছে। তাদের মূল দাবীই হচ্ছে দেশের সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এর শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে।

বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ইতোমধ্যে এদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দেশের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশ করেছে। আগামী ২৩ জানুয়ারী ঢাকায় ওসমানী উদ্যানে মহাসমাবেশ শেষে মাথায় কালো ফিতা বেঁধে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল ও ঘেরাও কর্মসূচী পালন শেষে ঐদিনই বিকেল ৪টা থেকে ওসমানী উদ্যানে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করবে। ঐ অবস্থান ধর্মঘট আমরণ অনশনের রূপ নিতে পারে বলেও আভাষ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যেই এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে সংগঠনের সভাপতি এম সামসুল আলম ইনকিলাবকে জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমরা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা দুরভিসন্ধি নিয়ে কাজ করছি না। আমাদের আন্দোলনের সাথে দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবন-মরণের প্রশ্নটি জড়িত। জনাব আলম বলেন, আমরা আশা করেছিলাম আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে তাদের পুরনো ওয়াদাগুলো পালন করবে। এজন্য আমরা অপেক্ষাও করেছি, কিন্তু সাড়ে তিন বছরেও বর্তমান সরকার যখন কিছুই করল না, তখন চূড়ান্ত আন্দোলন ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। আমরা দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী শিক্ষকের জীবন ধারণের ন্যূনতম অধিকার আদায়ের জন্যই আন্দোলন করছি।

উল্লেখ্য, গত বছর মে মাসের শেষ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ আমরণ অনশন কর্মসূচী পালনকালে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমু অনশন ভঙ্গ করান এবং পরবর্তীতে নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করলে, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবী বাস্তবায়নের বিষয়টি তিনি নিজে দেখবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু গত বছর ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় এক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য সামান্যতম কিছু সুবিধা বৃদ্ধি করেছিলেন। যা এবছর ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন হয়েছে। এখন একজন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সর্বসাকল্যে প্রতিমাসে এক হাজার তিনশ' টাকার কিছু বেশী সরকারী অনুদান পাচ্ছেন যা একটি পরিবারের সকালের নাস্তার জন্যও অপ্রতুল